বৃষ্টির অভাবে শম্ভু মাঠের ধান খাইয়ে দিল মোষকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ তিতলি আসছে। তিতলি আসছে। তিতলি এসেও গিয়েছে। তিতলি আসছে ১৫০ কিলোমিটার গতিতে। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই আছড়ে পড়বে বাংলায় তবে গতিবেগ অনেক কমে যাবে। কয়েকদিন ধরে রাজ্যের সমস্ত মিডিয়ায় ধারা বিবরণী চলছে তিতলিকে নিয়ে। মাথায় হাত শিল্পী থেকে পুজো কর্তাদের। ফুটপাত আর হাটে বিক্রি যাঁরা কাপড় বিক্রি করেন সেই সব কাপড় ব্যবসায়ীদের মাথায় বাজ ফেলেছে তিতলি। বিক্রিবাটা বন্ধ। বৃষ্টির বাপান্ত করছেন শিল্পী থেকে পুজো কমিটি ও ব্যবসায়ীরা সবাই। ঠিক উল্টো পুরাণ রাজ্যের শষ্যগোলা বলে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কিছু অংশে। চলুন যাওয়া যাক মঙ্গলকোট। চাষক অঞ্চলের গণপুর গ্রাম। আদিবাসী কৃষক শম্ভু হেমব্রম চাষ করে ছিলেন বেশ কয়েক বিঘা

জমিতে। আকাশের ভরসায় চাষ করেন এই চাষি। নেই সাবমার্সিবল কিম্বা অন্যের সাবমার্সিবল থেকে জল কিনে চাষ করার ক্ষমতা। বৃষ্টি এবার মুখ লুকিয়েছে সঠিক সময়ে। তিতলি কি আর তার ক্ষমতা কি তা জানে না এই আদিবাসী চাষি শম্ভু হেমব্রম। কিন্তু আকাশ দেবতার কাছে দুই হাত জোড় করে বৃষ্টি চেয়েছিল কিন্তু আকাশ দেবতা প্রসন্ন হয়নি।

বৃষ্টি নেই তাই ধান হবে না। রাগে ক্ষোভে হতাশায় ঘরের মোষদের নিয়ে এসে সবুজ ধানমাঠে ছেড়ে দিয়েছে ধানগাছ খেতে। এক হাতে মোষের গলার দড়ি ধরে থাকা শম্ভু চোখের কোণের জল মুছে বলে কি আর করবো তাই গরুকে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। ধান তো হবে না কারণ বৃষ্টি নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যাঁরা পুজো করছেন তাঁদের অনুদান না দিয়ে সেই টাকায় মঙ্গলকোটের চাষক অঞ্চলে বেশ কিছু সাবমার্সিবল করলে হয়তো শম্ভুকে মাঠের ধান গরুকে খাইয়ে দিতে হত না ভাবছেন বহু চাষি।

তিতলির প্রভাব অসানসোল জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ রাজ্যের সাথে সাথে আসানসোলও তিতলির প্রভাব পড়ে। সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ। কখন কালো ঘন অন্ধকার, আবার কখন একটু পরিষ্কার আকাশ। এই অবস্থায় পুজো উদ্যোক্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কোন প্যান্ডেল শেষের মুখে, আবার কোথাও বা একটু কাজ বাকি। এমত অবস্থায় আহাওয়া খারাপ হওয়াই কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে প্যান্ডেল থেকে প্রতিমা শিল্পীদের। অপরদিকে বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোলের জিটি রোডে গাছ পরে বিপত্তি ঘটে। ঘটনাটি ঘটে মুরগাসল স্টেট ব্যাঙ্কের বিপরীত দিকে। রাস্তার এক দিকের লেন বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ। স্থানীয়রা

পুরসভায় খবর দিলে তৎপরতার সাথে গাছটিকে সরিয়ে যান চলাচল শুরু হয়। সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার থাকায় প্রভাব পড়েছে পুজোর বাজারেও। অন্যান্য দিনের তুলনায় বাজারে ভিড় কম থাকতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে তিতলির প্রভাব পড়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে।

ইস্পাত শ্রমিকরা পেতে চলেছেন বেশি পরিমাণ বোনাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পুজো বোনাস নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার গতবারের থেকে ১৫০ টাকা বেশি বোনাস পাবে দুর্গাপুরের বেসরকারি ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরা। কারণ, রাজ্য সরকার ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করেছে, সেই বর্ধিত বেতন ধরেই বোনাস দেওয়া হবে। ফলে দুর্গাপুরের বেসরকারি ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরা এবার বেশ ভালো রকমের টাকা বোনাস হিসাবে পাবেন। এমনটাই জানালেন দুর্গাপুরের বিধায়ক তথা শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন তথা আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। তিনি এও বলেন, শুধু ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিক নয় সব ধরণের শ্রমিকেরাই একই হারে বোনাস পাবেন। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের দাবি, রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশ রয়েছে এ বিষয়ে। কিন্তু আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি বার্তার পরেও বিভ্রান্তি কাটছে না দুর্গাপুরের শ্রমিকদের মধ্যে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শ্রমিক নেতা বলেন, দুর্গাপুরে ভাসছে পুরানো রেটেই পুজো বোনাস পাবে, এক পয়সাও বাড়বে না। এই বোনাস শুধু ইউনিয়নভুক্তরাই পাবেন অন্যরা নয়। সব কারখানায় আবার পুজো বোনাস এক নয়। বামুনাড়া শিল্পতালুকে যখন ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ বোনাস দেওয়া হয় তখন গোপালপুর শিল্পতালুকে দেওয়া হয় ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। রাতুরিয়া-অন্ডদপুর শিল্পতালুকে আবার কিছুটা বেশি বোনাস মেলে। শ্রমিকদের মধ্যে আরও একটি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লেবার কমিশনের ডাকা এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শিল্পপতিরা অংশ নেয়নি তাই শিল্পপতিরা কি এই নির্দেশ মেনে নেবে। সূত্রের খবর, শাসকদলের একাংশ চাইছে না এবার শ্রমিকেরা বেশি বোনাস পাক কারণ, তাহলে এটা পাড়িয়ালের কৃতিত্ব হয়ে যাবে। আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল বলেন, পুজো বোনাস নিয়ে যাঁরা টু পাইস কামাতো এতদিন তারাই শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রী সাফ নির্দেশ দিয়েছেন ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিক শুধু নয় সব শ্রমিক পুজো বোনাস পাবেন। শিল্পপতিদের না মেনে নেওয়ার প্রশ্নে বলেন, শ্রমিক সংগঠন এই বৈঠক ডাকে না বা সিদ্ধান্ত নেয় না। রাজ্য সরকারের লেবার কমিশনার এই বৈঠক ডাকেন সেখানে শিল্পপতি এবং সব শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা থাকেন।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবারের পুজো বোনাস নিয়ে। দুর্গাপুরের বেসরকারি ইস্পাত শিল্পের মালিক পক্ষের সংগঠনের সভাপতি শঙ্করলাল আগরওয়াল ফোন রিসিভ না করায় শিল্পপতিদের মতামত পাওয়া যায়নি। বিভ্রান্তি থাকলেও দুর্গাপুরের শ্রমিকেরা বুকে আশাও পাচ্ছেন বিধায়ক তথা শ্রমিক নেতা পাড়িয়ালের কথায়।

পৌরসভার তরফে দুর্গাপুজোর পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ গত বছরের দুর্গাপুজোর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হল নবদ্বীপে। নবদ্বীপ পৌরসভার তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুজোর বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মণিপুর দুর্গাপুজো কমিটি সার্বিকভাবে প্রথম হয়েছে। তাদের ট্রফি এবং ১৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফ থেকে। এছাড়াও দ্বিতীয় হয়েছে বড়ালঘাট দুর্গোৎসব কমিটি ওই পুজো কমিটিকে ১০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় হয়েছে দাড়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। ওই পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার টাকা। শ্রেষ্ঠ প্রতিমার সম্মান পেয়েছে মণিপুর দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিমা। আলোকসজ্জায় প্রথম হয়েছে অমরভারতী ক্লাব। সামগ্রিক পরিবেশ মিলন সংঘ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি প্রথম হয়েছে। মণ্ডপ সজ্জায় দন্ডপানিতলা ঘাট দুর্গোৎসব কমিটি শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছে। শব্দবিধি মেনে চলার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে বড়ালঘাট দুর্গোৎসব কমিটি। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, উপপুরপ্রধান শচীন্দ্র বসাক, পৌর কাউন্সিলর মণিকা চক্রবর্তী, মিহিরকান্তি পাল, নির্মলকান্তি দেব, আশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

রক্তদানে আগ্রহী করতে শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মানকর ঃ 'রক্ত প্রয়োজন হয় জীবনের তরে, রক্তদাতা তৈরি হোক প্রতিটি ঘরে ঘরে' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বান যা ভিসন ২০২০ নামে পরিচিত। প্রতি ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের ভান্ডার পূর্ণ করার এবং পূর্ণ রাখার লক্ষ্যে রক্তদান শিবির বৃদ্ধির পাশাপাশি কলেজ ছাত্রছাত্রীদের রক্তদানে উৎসাহিত করতে, বিভিন্ন ক্লাব সংস্থার সাথে যুক্ত তরুণ-তরুণীদের উদ্বুদ্ধ করতে অডিও ভিস্যুয়াল শিক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর মহিলা কলেজ এবং একটি বেসরকারি কলেজে আগেই এই ধরনের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে সারা পাওয়া গেছে দারুণভাবে। রক্তদানে আরও নতুন নতুন মানুষকে যুক্ত করার জন্যেই নানান কথা-উপমা-গল্প-গান ও বিজ্ঞান বিষয়গুলি দিয়ে সাজানো হয়েছে পাঠক্রম। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে অহেতুক ভয়ভীতিগুলি ভাঙানো হচ্ছে পড়ুয়াদের মন থেকে। এদিন মানকর কলেজে ছিল উদ্বুদ্ধকরণ সভা। কানায় কানায় পূর্ণ বিশাল সভাকক্ষ। প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এনসিসি ইনচার্জ শ্রাবন্তী ঘোষ সভা পরিচালনা করেন। তিনি এই সভার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য এই কাজের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। আলোচক ছিলেন রাজেশ পালিত, সহ সাধারণ সম্পাদক, অনবদ্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়।

পুলিশের জালে ভুয়ো ডাক্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ এখনও জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভুয়ো ডাক্তারের রমরমা আছে বলে অভিযোগ ডঠছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় অভিযান এখনও অব্যাহত। নদীয়া জেলার হাঁসখালির বাজার থেকে ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ডাক্তারের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ভুয়ো ডাক্তারের ছড়াছড়ি বলে অভিযোগ রয়েছে পুলিশের হাতে। ধৃত ওই ডাক্তার বেশ কয়েক বছর ধরে হাঁসখালি বাজার ও বাদকুল্লা চেম্বার খুলে চিকিৎসা করে যেতেন। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল এমবিবিএস। বাদকুল্লার এক রোগী কয়েক মাস আগে ওই ডাক্তারের চেম্বারে এসে ব্যাথাজনিত রোগের চিকিৎসা করান। কিন্তু দিন দিন রোগীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্দেহ হয় তাঁর। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন হাঁসখালি বাজারে ওই ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে রোগীর আত্মীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পুলিশ এসে ওই ডাক্তারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাঁসখালির বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে অনেক রোগী প্রতারিত হয়েছেন প্রসঙ্গত গত বছর জুন মাসে বগুলা ২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মুড়াগাছা গ্রামে স্বাস্থ্যশিবির করতে এসে গ্রেফতার হয় কানন দাস নামে এক ভুয়ো ডাক্তার। ওই ভুয়ো ডাক্তারের বাড়ি ছিল কলকাতার বেহালায় কিন্তু থাকতেন হুগলি-চুঁচুড়াতে। ঐ ব্যক্তি প্রেসক্রিপশনে এমবিবিএস, এএম লিখে রোগীদের আয়ুর্বেদিক ওষুধ দিচ্ছিলেন এতেই সন্দেহ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ভুয়ো ডাক্তারকে বেধড়ক পেটানোর পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওই বছরের জুন মাসেই চাপরা থানা বাঙালবিঘি এলাকায় অদ্বৈত মন্ডল নামে এক ভুয়ো ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তার বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের বার্নপুরে। অভিযোগ যে, এখনও নদীয়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন শহরে বা গ্রাম অঞ্চলে বহু ডাক্তার রয়েছেন যারা মিথ্যে লিখে চিকিৎসা করে যাচ্ছে রোগীদের। বাপি নাথ নামে বগুলা থেকে এক ভুয়ো ডাক্তার কেউ ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে নদীয়া জেলার পুলিশ।

তবে নবদ্বীপ থেকেও এক ভুয়ো ডাক্তার গ্রেফতার হয় কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। জেলার বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাজারগুলিতে ভুয়ো ডাক্তারের ছড়াছড়ি, পুলিশ প্রশাসন কঠোর হলে ধরা পড়বে অনেক ভুয়ো ডাক্তার এমনটাই গুঞ্জন এলাকায়।

ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতার পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর নডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতির উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান ও এলাকার মানুষদের জনসচেতনতার লক্ষ্যে দুর্গাপুর নডিহা অঞ্চল পরিক্রমা করল পদযাত্রাটি। ছাত্রছাত্রীরা হাতে প্ল্যাকার্ড আর মুখে স্লোগান দিতে দিতে নডিহা এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করতে পথে নামে। জমা জল মানেই মশার বৃদ্ধি। মশারি টাঙাতে হবেই, না হলে মশার কামড়ে ডেঙ্গু থেকে ম্যালেরিয়া। এভাবেই স্লোগান দিতে দিতে এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

সমতা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ পলতার শান্তিনগর বয়েজ বিদ্যালয়ে সমতা কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক আধিকারিক-সহ গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন। ছয় শতাধিক সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের মতামত নিয়ে এই ব্যাঙ্কটি ক্রমেই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে ব্যাঙ্ক সূত্রে খবর। এদিনকার ব্যাঙ্কের সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তরুণকান্তি বিশ্বাস। তিনি জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে এই ব্যাঙ্কের পথ চলা শুরু হয়। বর্তমানে ব্যাঙ্কের গ্রাহক সংখ্যা রয়েছে ৩০ হাজার। যার সদস্য সংখ্যা ১৬ হাজার। ছটি জেলায় সমতা কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড বিস্তার লাভ করেছে। ১১৮ কোটি টাকা ডিভিডেন্ট দেওয়া হয়। যা বর্তমানে ১১ শতাংশ ডিভিডেন্ট দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্কটি আজ 'এএ' নির্ণায়ক সূচকের মধ্যে রয়েছে। মহিলাদের গ্রুপ করে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে স্বাবলম্বী হবার জন্য। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের জন্য বা গরিব অসহায় মহিলাদের জন্য এই ব্যাঙ্কটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পলতার শান্তিনগর শাখায় মহিলাদের দল করে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হাসি ফোটানোর পথে শামিল হয়েছে এই ব্যাঙ্ক। এলাকার গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। ক্রমেই ব্যাঙ্কর পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাহকদের কাছে এমনটাই দাবি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। তাই বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যে দিয়ে ব্যাঙ্কের গতি অব্যাহত রাখার এবং একাধিক উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এমনটাই জানা গিয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে। তাই গ্রাহকদের কাছে আলোর দিশা দেখিয়েছে সমতা কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক।

তিতলির সাথে লড়াই শিল্পী এবং উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ তিতলি আছড়ে পড়েছে। নীল পেঁজা তুলোর আকাশ বুধবার বিকাল থেকেই হাওয়া হয়ে গিয়েছে। শ্রাবণের কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আর অবিরাম ঝরে চলেছে বৃষ্টি। বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্গাপুর সার ও পনগরীর একেবারে শেষপ্রান্তে সৌগত দত্তের মূর্তি। তৈরি চালা। বাইরে কালো প্লাস্টিকে আপাদমস্তক মোড়া মহিষাসুরমর্দিনী। ভিতরে সারিসারি দিয়ে উমার পুত্রকন্যারা। আর একপাশে চলছে আরেক উমার শেষ মুহূর্তের কাজ। সামনেই বাপের বাড়ি যাবে উমা। স্যাম্টোজ আর সেক্টর টু সি তে। আসলে বুধবার যাওয়ার দিন ছিল কিন্তু তিতলি বাদ সেধেছে। বাপের ঘরের থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে শিল্পীর ঘরেই আটকে গিয়েছে উমারা। শিল্পী সৌগতবাবুর কথায়, এ লড়াই তিতলির সাথে অসুরদলনীর আর তাঁরা লড়ছেন তিতলিকে হারাতে। শিল্পীরা বলছেন, তাঁরা যে কিভাবে কাজ সারছেন তা বলে বোঝানো যাবে না। বেশ কয়েকটি বড়বাজেটের পুজো ধরেছেন তাঁরা আর তাঁদের এবার তা প্যান্ডেলে পাঠাতে হবে কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোথা থেকে মহিষাসুর তিতলি এসে রামধাক্কা দিল তা বোঝাই গেল না। যা দেখতে সবাই আসবে সেই প্যান্ডেল আর আলোর কারসাজির প্রস্তুতিও চরম সমস্যায় পড়েছে। প্যান্ডেলের মাথায় চড়ে একাগ্র মনে শেষ মুহূর্তের কাজে ব্যস্ত শ্যামল। বিরবিরি করে বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। মাথায় বৃষ্টি নিয়েই কাজ করে চলেছে শ্যামলেরা। রহিত বলেন, তাঁদের হাতের কাজ দেখতেই ছুটে আসেন দূরদূরান্তের মানুষ। তিতলি এসে একবারে লাঠি ঘুরিয়ে বেতাল করে দিয়েছে তাঁদের। এখন কাজ শেষ করাই চরম সমস্যার। হাতেও নেই দিন কিন্তু খুব বৃষ্টি হলে ঠিকভাবে কাজ করা যাচ্ছে না ফলে কি হবে তা শেষ হবে বুঝতেই পারছেন না মকবুল। শ্যামল-মকবুলদের কথায়, তাঁদের হাতের কাজের জেরেই ফুটে ওঠে আসলের চেহারা আর সারা বছর ধরে কাজ পান তাঁরা। তিতলি এবার সে ওড়ে বালি ঢালবে বলেই মনে হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন প্যান্ডেলের কাজে যুক্ত শিল্পীরা। এদিকে মাথায় হাত পুজোকর্তাদের। শুকনো মাঠ এখন জলে ভিজে কাদায় প্যাচ প্যাচে। দর্শকদের জন্য শুকনো রাখতে হবে মাঠ আর তাতে বেড়ে যাবে বাজেট। হাল ছাড়তে রাজি কেউ নয়। মহিষাসুর তিতলির সাথে এখন দেবী দুর্গার হয়ে লড়াই করছেন শিল্পীরা দিনরাত এক করে দিয়ে। আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠবে যখন তখন সবাই ভুলে যাবে বৃষ্টি মাথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সব গড়ে তোলা শ্যামল, সৌগত, রহিত, মকবুলদের কথা।

কে সেক্টরের পুজোর থিম পরীর দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ কল্যানপুর কে সেক্টরের পুজো এবারে ৩২ তম বছরে পদার্পণ করল। এবারের কে সেক্টরের পুজোর থিম পরীর দেশে। এবারে এই প্যান্ডেলে দেখা যাবে কাপড় ও থার্মোকলের বিভিন্ন ধরনের পরি। যা দর্শনার্থীদের ভাল লাগবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। আসানসোলের উল্লেখযোগ্য পুজোগুলির মধ্যে এই পুজোটা নজর কাড়ে দর্শকদের। এবারেও প্রচুর দর্শক এখানে আসবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222